নামাযে 'আমীন' নীরবে বলতে হবে নামক দলীলের জবাব

ও

নামাযে 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে প্রামাণস্বরূপ ৩৯ টি দলীল

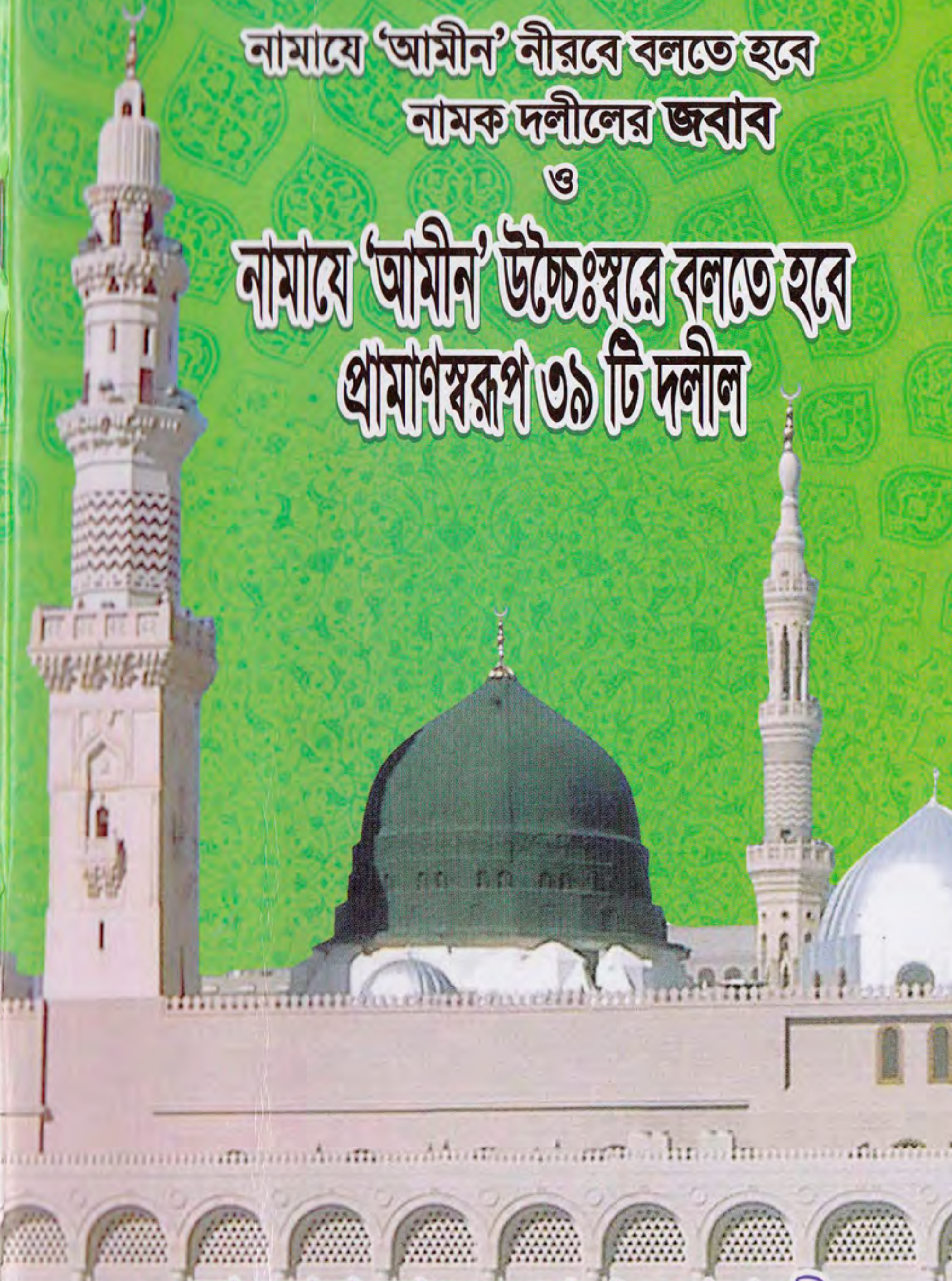

মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

https://www.facebook.com/178945132263517

https://www.facebook.com/178945132263517

নামাযে 'আমীন' নীরবে বলতে হবে
নামক দলিলের জবাব
ও
নামাযে 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে
প্রমাণস্বরূপ ৩৯ টি দলিল

মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

https://www.facebook.com/178945132263517

নামাযে 'আমীন' নীরবে বলতে হবে
নামক দলিলের **জবাব**
ও

নামাযে 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে প্রমাণস্বরূপ ৩৯ টি দলিল

লেখক ঃ
মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালাবগী
গ্রাম+পোষ্ট ঃ কালাবগী,
থানা ঃ দাকোপ, জেলা ঃ খুলনা।
মোবাইল ঃ
০১৭২০-৪৭৯৮৭৬, ০১৯৩৮-০২৩২০৬

সম্পাদনায় ঃ
সৈয়দ মুজিবুর রহমান, (প্রাক্তন প্রভাষক)
মোবাইল ঃ ০১৯৬৪-৯১৫৫৯১

প্রকাশকাল ঃ
১ম জানুয়ারী ২০১৩

অক্ষর বিন্যাশ ঃ
দেশ কম্পিউটার
৪৪/৩ শামসুর রহমান রোড,
খুলনা

মুদ্রণে ঃ
নিও কনসেপ্ট লিঃ চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০৩১-৬১২১৪২

মূল্য ঃ ৪০ (চল্লিশ টাকা)

প্রাপ্তিস্থান ঃ

লাকী ষ্টোর
২০, শঙ্খ মার্কেট খুলনা।
মোবাইল ঃ ০১৭১২-০৫১০০৫

আহলে হাদীস জামে মসজিদ
পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা।
ফোন ঃ ০৪১৭৬২৪৪২, ০১১৯৯-৩৫৪০৪৮

তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন,
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২

হুসাইন আল মদানী প্রকাশনী
৩৮, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, ঢাকা।
ফোন ঃ ০২৭১১৪২৩৮ ০২৯৫৬৩১৫৫,

আহলে হাদীস লাইব্রেরী
২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা।
ফোন ঃ ০২৭১৬৫১৬৬, ০১৯১৫-৬০৪৫৯৮

আহলে হাদীস জামে মসজিদ
দক্ষিণ খুলশী জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৯১১-৭৯৩২৮০

শাহীন লাইব্রেরী
ফতেহ আলী মসজিদ (গেট সংলগ্ন) বগুড়া
মোবাইল ঃ ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮

আন-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী-জি-১২
সুবাস্তু নজর ভেলি-শাহজাদপুর
গুলশান, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৮১৭-৫২৬৪২৩

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
(আহলে হাদীস মসজিদ)
৬৫নং উত্তর চাষড়া
নারায়নগঞ্জ ।
মোবাইল ঃ ০১৯১৩-৯৫৮২৫৬

https://www.facebook.com/178945132263517

আমীন প্রসঙ্গ

রাসূল (সঃ) নামাযে 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলতেন এবং সাহাবীদের কেও বলাতেন। এ ব্যাপারে,এক শতেরও অধিক দলিল হতে বইটি দীর্ঘ্য হবে বিধায় মাত্র ৩৯টি দলিল আমি এখানে এনেছি। তার মধ্যে রাসূল (সঃ) এর সহীহ হাদীস, সাহাবীদের আসার, আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের মতামত এমন কি হানাফী মাযহাবের বড় বড় বিদ্বান ও তাদের বরেণ্য ফেকাহ হতে ও প্রমাণ করে দিয়েছি যে রাসূল (সঃ) নামাযে 'আমীন' জোরে বলতেন ও বলাতেন। 'আমীন' আস্তে বলার কোন সহীহ হাদীস নেই। দেখুন-হানাফী ফেকাহ আইনুল হেদায়া ১ম ঃ ৩৬৩ পৃষ্ঠা।

পাঠকগণ 'আমীন' আস্তে বলার দলিল গুলি কেন সঠিক নয় প্রথমে সেগুলি সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক।

আমীন আস্তে বলার দলিল

'আমীন আস্তে বলার প্রথম ও প্রধান দলিল

ان النبى ﷺ قراء غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فقال امين وخفض بها صوته

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয় রাসুল (সঃ) গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম অলাদ দোয়াল্লিন বলার পর নিম্ন স্বরে 'আমীন' বললেন। (তিরমিযী)।

প্রথম কথা ইমাম তিরমিযি হাদীসটি আনার পর বলেছেন –

حديث سفيان اصح من حديث شعبة

অর্থাৎ ঃ- শো'বার আস্তে বলার হাদীসের চেয়ে সুফিয়ানের জোরে বলার হাদীস বেশি বিশুদ্ধ। কারণ শো'বা এই হাদীসে একাধিক জায়গায় ভুল করেছেন । প্রথম ভুল শো'বা হুযর কে আম্বাসের পিতা বলেছেন, এটা ভুল। হুয়র আম্বাসের পিতা নয় পুত্র। দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে শো'বা এ হাদীসে আলকামা নামে একজন বর্ণনাকারীর নাম বাড়িয়ে বলেছেন ঐ সনদে। আলকামা নামে কোন বর্ণনাকারী নাই। তৃতীয় ভুল শো'বা এ হাদীসে বলেছেন-

https://www.facebook.com/178945132263517

خفض بها صوته অর্থাৎ ঃ- রাসুল (সঃ) ‘আমীন’ নিম্নঃস্বরে বলেছেন ওটা ভুল। ওটা হবে مدبها صوته অর্থাৎ রাসুল উচ্চৈঃস্বরে ‘আমীন’ বলেছেন।

অতএব হাদীসটি শব্দের দিক দিয়ে শো’বা ওলট পালট করে ফেলেছেন। (দেখুন বিস্তারিত তিরমিযী ১ম ঃ ৩৮ পৃষ্ঠা) বাংলা তিরমিযী ইসলামী ফাউন্ডেশন ১ম ৩৪০ পৃষ্ঠা।

তার পরের কথা- এ হাদীস যঈফ। কারণ এই হাদীসের সনদে বলা হয়েছে আলকামা তার পিতা থেকে হাদীসটি শুনেছেন। এটিও সত্য নয় কারণ আলক-মা তার পিতা থেকে শ্রবনের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং রেজাল তাকরিবুত তাহযিবের ভিতরে এসেছে -

علقمه بن وائل ابن حجر بضم المهملة وسكون الجيم
الحضر مى الكوفى صدوق الا انه لم يسمع من ابيه

অর্থাৎ ঃ- আলকামা বিন ওয়ায়েল হাযরামী কুফি সত্যবাদী। কিন্তু তিনি তার পিতা থেকে এ হাদীস শোনেন নাই। (দেখুন তাকরীব ৩৯৭ পৃষ্ঠা, ক্রমিক নং ৪৬৮৪)

আলকামা তার পিতার ইন্তেকালের ৬ মাস পর জন্ম গ্রহণ করেছেন। (দেখুন ফতহুল কাদীর)। অতএব এ হাদীস যঈফ ও আমলের অযোগ্য।

যেহেতু এ হাদীস হানাফী মাযহারের প্রধান দলিল তাই এ হাদীস সম্পর্কে আরো কিছু লিখতে হয়। এবার কিছুক্ষণের জন্য যদি মেনে নেওয়া যায় যে এ হাদীস সহীহ, তাহলে خفض শব্দের অর্থ নিম্ন আর-صوت- শব্দের অর্থ শব্দ।

অর্থ দাড়ায় শব্দটা একটু নিম্ন হল। কিন্তু নীরবে নয়। যেমন রাসুল (সঃ) আযান দেওয়ার সময় মুয়াজ্জেন কে শিক্ষা দিয়েদিছেন তারজী আযানের ব্যাপারে تقول الله اكبر – الله اكبر الله اكبر الله اكبر ترفع بها صوتك অর্থাৎ ঃ- প্রথম আল্লাহু আকবার ৪ বার। উচ্চঃ আওয়াযে সে বলবে। তারপর

تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اليه الا الله –
اشهد ان محمد الرسول الله– اشهد ان محمد الرسول

https://www.facebook.com/178945132263517

الله تخفض بها صوتك

অর্থাৎ- এই ৪টি কলেমা গলার স্বর নিচু করবে। অর্থাৎ শব্দ গুলি একটু আস্তে, একেবারে নীরবে বলবে না। তারপর আবার এই ৪ টি কলেমা শাহাদাতাইন ترفع صوتك উচ্চৈস্বরে বলবে (দেখুন, আবু দাউদ)।

তাহলে বোঝা গেল حفض بها صوته-এর অর্থ আওয়াযটা একটু নিম্নস্বরে বলা, যাতে অন্যের কান পর্যন্ত শোনা যায়। একেবারে নীরবে নয় যাতে অন্যান্যরা মোটেই শুনতে না পায়।

অতএব, এ হাদীস যদি সহীহ হতো তাহলেও নিরবে প্রমাণ হয় না।

দ্বিতীয় দলিল

عن ابى بكربن اياش عن ابى سعيد عن ابي وائل قال كان عمر وعلى لا يجهر بامين

অর্থাৎ ঃ- হযরত ওমর (রাঃ) ও আলী (রাঃ) উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন না। এটা রাসুল (সঃ)-এর হাদীস নয়। এটা হযরত ওমর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-এর আসার। আর এটা একেবারে যঈফ কওল। কারণ এ আসারের মধ্যে সাঈদ বিন আবি ওয়ায়েল যিনি এ আসারের বর্ণনা কারীদের ভিতরে অন্যতম তিনি যঈফ। ইমাম ইবনে ওয়াইনা বলেন তিনি যঈফ, (দেখুন তাহযীব ৪র্থ ঃ ৭১ পৃষ্ঠা)। ইমাম আহমাদ বলেন তিনি মুনকারুল হাদীস। (আল কাশেফ ১ম ঃ ২৯৫ পৃষ্ঠা)। ইমাম নাসাঈ বলেন সেকাহ নয় যঈফ। তার হাদীস লেখা হবে না। ইমাম আবু হাতেম বলেন তার হাদীস দলিলের অযোগ্য। (তাহযীব ৪র্থ : ৭১ পৃষ্ঠা)। ইমাম ইবনে মুঈন বলেন তিনি যঈফ, তার হাদীস লেখা হবে না। (আল কামেল ৩য় ১২১৯ পৃষ্ঠা)। ইমাম বোখারী বলেন মুনকারুল হাদীস (মিযান ৩য়: ১৫৮ পৃষ্ঠা)। ইমাম দারা কুতনী বলেন মাতরুকুল হাদীস (তাহযীব ৪র্থ: ৭১ পৃষ্ঠা)। হাফেজ ইবনে হাযার বলেন যঈফ মুদাল্লাস (আল ইবকার ২০১ পৃষ্ঠা)। ইমাম যাহাবী বলেন প্রসিদ্ধ তবে দলিলের অযোগ্য। আমার জানা নেই যে, কেউ তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। (আল মুগনী ১ম: ১৩৬ পৃষ্ঠা)।

https://www.facebook.com/178945132263517

এ হাদীসের আর একজন বর্ণনাকারী আবু বাকার বিন আয়শা-তিনিও দেখুন যঈফ (নাসবুররায়া ১মঃ ৪০৯ পৃষ্ঠা) অতএব, এ আসার একেবারে দলিলের অযোগ্য।

তৃতীয় দলিল

عن عبد الرحمن بن ابى اليلى عن عمر بن خطاب قال يخفى الامام الاربعا- التعوذ بسم الله الرحمن الرحيم- وامين وربنا لك الحمد- (المحلى ابن حرم)

অর্থাৎ ইমাম ইবনে হাযাম বলেন আবদুর রহমান বিন আবিল্লায়লা থেকে বর্ণিত যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, ৪টি জিনিস আস্তে হবে আউযু, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আমীন, রব্বানা লাকাল হামদ।

আল্লামা ইবনে হাযাম এ আসারের কোন সনদ বর্ণনা করেন নাই। কারণ এ আসারের কোন সনদ হাদীসের পাতায় নাই। ইবনে হাযাম এ আসার বর্ণনা করার সাথে সাথে বলেছেন, এ আসার কোন সাহাবা তাবেয়ী থেকে বর্ণিত হয় নাই। আর এ আসারের কোন সনদ পাওয়াযায় নাই। যদি কোন সনদ পাওয়া যায় তবুও এ আসার সহীহ নয় যঈফ। ইবনে আবিল লায়লা হযরত ওমর (রাঃ) থেকে শোনা প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কারণ ইবনে আবিল লায়লা হযরত ওমর (রাঃ) কে দেখেন নাই। প্রমাণ, ইমাম ইবনে আবি হাতেম বলেন, আমি আমার পিতা আবু হাতেম কে জিজ্ঞাসা করি

يصح لا بن ابي اليلي سماع عن عمر قال لا-

অর্থাৎ ঃ- ইবনে আবিল লায়লা হযরত ওমর (রাঃ) থেকে শোনা কি সঠিক? তিনি বললেন না ।

ইমাম নাসাঈ বলেন - ابن ابى اليل لم سمع عمر

অর্থাৎ ঃ- ইবনে আবিল লায়লা হযরত ওমর (রাঃ) থেকে শুনেন নাই (নাসাঈ ১ম :১৫৯ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আলী বিন মাদিনী বলেন–

كان شعبة ينكر ان يكون سمع عمر

https://www.facebook.com/178945132263517

অর্থাৎ ঃ- ইমাম শো'বা ইবনে আবিল লায়লাহর হযরত ওমর (রাঃ) থেকে শোনা এটা অস্বীকার করেছেন।

পাঠকগণ, মুহাদ্দেসিনে কেরামদের সিদ্ধান্ত ইবনে আবিললায়লা হযরত ওমর (রাঃ) থেকে শোনেন নাই। আর শোনা যদি প্রমান না হয় তাহলে এ আসারে হাদীস মুনকাতে এবং যঈফ, যা দলিলের অযোগ্য।

৪র্থ দলিল

عن ابراهيم النخعى قال عمر (رض) اربع يخفيهن الامام تعوذ بسم الله -أمين وربنا لك الحمد-

অর্থাৎ ঃ-ইমাম ইবরাহিম নাখয়ী বলেন হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন ৪টি জিনিষ গোপন রাখবে আউজু, বিসমিল্লাহ, 'আমীন', রব্বানা লাকাল হামদ,-এ আসারের কোন সনদ নেই। ইমাম নাখয়ী এবং ইবনে জারির এর মধ্যে প্রায় ১শত বৎসরের ফাঁকা। এর মধ্যে কোন সনদ আছে কিনা জানা নাই। আর এই সনদ বিহীন আসারটি সহীহ মারফু হাদীসের খেলাফ।

হযরত ওমর (রাঃ) ও ইমাম নাখয়ীর যুগে বহুত ব্যবধান রয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) ২৩ হিযরীতে শাহাদাত বরণ করেন। আর ইমাম নাখয়ীর জন্ম ৫০ হিযরীতে। (দেখুন তাহযীব ১মঃ ১৫৫ পৃষ্ঠা)

হাফেজ ইবনে হাযার বলেন - ثقة الا انه يرسل كثيرا

অর্থাৎ ঃ- ইবরাহীম নাখয়ী বিশ্বস্ত ছিলেন। তবে আনেক মুরসাল বর্ণনা বয়ান করেন (দেখুন তাকরীব ৯৫ পৃষ্ঠা)। অতএব, এ আসার দলিলের অযোগ্য।
উচ্চৈঃস্বরে আমীন অস্বীকারকারীদের আর একটি দলিল-

৫ম দলিল

ان الجهر كان احيانا للتعليم-

অর্থাঃ 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে হচ্ছে (তালিম) অর্থাৎ শিক্ষার জন্য। এটা শুধু তাদের মৌখিক দাবী, পিছনে কোন দলিল নেই।

রাসুল (সঃ) তালিমের জন্য যদি উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলে থাকেন তাহলে সাহ-াবায়ে কেরামগণ ইমামের পিছনে নামাযরত অবস্থায় কেন 'আমীন' জোরে

https://www.facebook.com/178945132263517

বললেন? তাঁরা এতো জোরে 'আমীন' বলতেন যে মসজিদে প্রতিধ্বনি হত ।

দ্বিতীয় কথা--لوكان جهر للتعليم كان احيانا وعلى الدوام

অর্থাৎ ঃ- উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলা যদি তামিলের জন্য হত তাহলে এক দু'বার উচ্চৈঃস্বরে বললে তো হত, অথচ সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি (সঃ) সব সময় উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলতেন। যা একের পর এক সামনে পাবেন।

অতএব এ দলিল মন গড়া, ভিত্তিহীন।

৬ষ্ঠ দলিল

'আমীন' হচ্ছে দোয়া, আর দোয়া আস্তে বলতে হয়, কারণ কোরআনে এসেছে-

ادعوا ربكم تضرعا وخفية

অর্থাৎ ঃ তোমার পরওয়ার দেগারের নিকট বিনয়ের সাথে আস্তে দোয়াকর।

হানাফীদের নিকট কোরআন ও হাদীস থেকে কোন মজবুত দলিল নেই যে 'আমীন' দোয়া। ইমাম আতা তাবেয়ীর কথা 'আমীন' দোয়া। ইমাম আতার কথায় উপর গেড়ে বসা এটা এমন কথা যে কোন ব্যক্তি কোরআনে এ আয়তটি - لا تقربوا الصلاة থেকে এটা বুঝে আসে যে নামায পড়তে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। পরে যে আল্লাহ বলেছেন -وانتم سكرا

নেশাগ্রস্থ হয়ে নামাযের কাছে এসো না-এদিকে লক্ষ্য না করা। কেননা আতা যেখানে বলেছেন 'আমীন' দোয়া-ওখানেই দেখুন, তিনি আবার বলেদিয়েছেন, দোয়াটা কিন্তু জোরে বলতে হবে। সুতরাং বোখারী শরীফের মধ্যে দেখুন কথাটা এভাবে এসেছে।

قال عطاء امين دعاء وامن ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجة-

অর্থাৎ ঃ- আতা বলেন 'আমীন' একটি দোয়া। ইবনে যোবায়ের এবং তার পিছনে যাঁরা নামায পড়ছিলেন তারা এমন জোরে 'আমীন' বললেন যে মসজিদ

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

টিকা ঃ মাসলা যখন মাযহাবী মতের বিপক্ষে যায়, তখন হানাফী মুফতী সাহেবানরা মাসলা-টি মাযহাবী মতের পক্ষে অনার জন্য হয় ইবারাতের আংশিক টেনে আনবে, নতুবা শব্দ পরিবর্তন করবে, নতুবা শব্দ ওলট পালট করবে, অক্ষর আমদানী করবে, নতুবা অক্ষর কম-াবে। কিছু কিছু হানাফী মুফতীরা দ্বীনকে যত ক্ষতি করেছে অন্য কোন মাযহারের মুফতীরা এতো ক্ষতি করেনাই।

দ্বিতীয় কথা, কোরআনের আয়াত দুনিয়ায় সব মানুষের চেয়ে বেশি যিনি বুঝতেন তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ)। এ আয়াত কোরআনে মওজুদ থাকতে দেখাযায় রাসুল (সঃ) বহুদোয়া জোরে জোরে পড়েছেন। সুরা ফাতেহা হচ্ছে সবচেয়ে বড় দোয়া-اهدنا الصراط المستقيم কত বড় দোয়া সেটা রাসুল নামাযে জোরে পড়েছেন। মুসলিম শরীফ আতা বিন মালেক থেকে বর্ণিত যে রাসুল (সঃ) এক জানাজা পড়লেন এবং এই দোয়াটি

اللهم اغفرلى حينا وميتنا....... (الخ) জোরে জোরে পড়লেন।

দেখুন মুসলিম ১ম ঃ ৩১১ পৃষ্ঠা। ইবনে মাসাউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কাবা শরীফের নিকটে রাসুল (সঃ) কাফেরদের জন্য উচ্চৈঃস্বরে বদ দোয়া করছিলেন- فلما سمع ذالك --- الخ

অর্থাৎ ঃ- যখন তারা বদ দোয়ার শব্দ শুনতে পেল তখন তাদের থেকে হাসি চলে গেল এবং বদ দোয়ার কারণে তারা ভীত হয়ে গেল। (মুসলিম ২য় : ১০৮ পৃষ্ঠা)। মুছা বিন ওকবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-انها سمعت ---الخ

অর্থাৎ ঃ রাসুল (সঃ) কে কবরে আযার থেকে পানাহ চাইতে আমি নিজ কানে শুনেছি (বোখারী) ১ম :১৮৪ পৃষ্ঠা)। এছাড়াও রাসুল (সঃ) ইসতেস্কার দোয়া সহ বহু দোয়া জোরে জোরে পড়েছেন যা হাদীসে পাওয়া যায়। তাই কোরআনের সাধারণ অর্থ একরকম বুঝে আসলেও রাসুল (সঃ) হচ্ছেন আম-াদের সর্বোত্তম অনুসরনীয় ব্যক্তি। কারণ আল্লাহ বলেছেন

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة -

অর্থাৎ রাসুল (সঃ) হচ্ছেন তোমাদের উত্তম আদর্শ। অতএব রাসুল (সঃ) যে সব জায়গায় দোয়া জোরে জোরে পড়েছেন আমরাও সেখানে জোরে পড়ব।

https://www.facebook.com/178945132263517

আর তিনি যেখানে আস্তে পড়েছেন আমরাও সেখানে আস্তে পড়ব। কারণ তিনিই হচ্ছেন আমাদের উত্তম অনুসরনীয় ব্যক্তি। আর যাঁরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠিয়েছেন তাঁদের এমন কোন মসজিদ নাই যেখানে ইমাম উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করেন না এবং মুক্তাদিরা উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' 'আমীন' বলেন না। তারপর দেখা যায় ধর্মীয় সভায়, খোৎবায় ও অন্যান্য খাস জায়গায় মাইক সাউন্ডবক্স দিয়ে জোরে জোরে দোয়া করা হয়, এবং সাথে সাথে জন সাধারণ ও জোরে জোরে 'আমীন' 'আমীন' বলতে থাকেন। সেখানে কোরআনের ঐ আয়াতটি কোথায় থাকে ?

পাঠকগণ এবার হয়তো বুঝতে আর বাকী থাকলো না যে 'আমীন' আস্তে বলার দলিল গুলি সহীহ্ নয়। যেমনটি বলেছেন-ফেকাহ্ আইনুল হেদায়া।

এবার আসুন নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে বলতে হবে তার সঠিক প্রমাণ গুলিনিন

প্রথমে 'আমীনে'র অর্থ ও ফজিলত ঃ

আমীন এবং তার অর্থ। রাসুল (সঃ) সুরা ফাতেহা শেষ করার পর 'আমীন' জোরে বলতেন এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকেও জোরে বলার হুকুম দিতেন। আমার এই বইটি পড়লে তা বিস্তারিত জানতে পারবেন। তার আগে আমীনের অর্থ ও ফযিলাত সম্পর্কে পাঠকগণকে অবগত করানো যাক। আমীন কোরআন শরীফে নাই। কিন্তু রাসূল (সঃ) নামাযে সব সময় বলতেন এবং বলাতেন। রাসুল (সঃ) এর কোন দ্বীনি কাজ আল্লাহর হুকুম ছাড়া হত না-এ আয়াত وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى তার জলন্ত প্রমাণ।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন - ان الله قد اطانى التامين

অর্থাৎ নিশ্চয় আমীন আল্লাহ আমাকে দান করেছেন এবং তা বলা এবং বলানোর হুকুম দিয়েছেন (ইবনে কাসির)। 'আমীন' শব্দের অর্থ- খ)-اللهم استجب হে আল্লাহ তুমি কবুল কর। اوكذالك ما فعل অথবা এ ভাবেই কর- اوكذالك فليفعل অথবা এভাবেই হোক এবং বলা হয়েছে هو اسم من الاسماء الله تعالى আমীন আল্লাহ তায়ালার নামের মধ্যে একটি নাম। امين خاتم رب العالمين 'আমীন' পরওয়ার দেগারের মহর।

https://www.facebook.com/178945132263517

যেটা লেখনীর শেষে হতে হয়। 'আমীন'ও দোয়ার শেষে বলা হয় امين। درجة من الجنة 'আমীন' জান্নাতের দরজা। অর্থাৎ 'আমীন' বলায় জান্নাতের এক দরজা মিলবে। উপরে 'আমীন' শব্দের যে সব অর্থ করা হল সবই হাদীস থেকে প্রমানিত। যারা 'আমীন' বলায় জ্বলে উঠে বা হিংষা করে তাদের 'আমীন'এর অর্থ বা মর্তবা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় এরূপ করে। রাসুল (সঃ) সব সময় 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলতেন এবং সাহাবীদেরকে বলতে বলতেন।

এবার আসুন, 'আমীন' উচ্চঃস্বরে বলতে হবে তার সঠিক প্রমাণে ৩৯টি দলিল নিন

দলিল নং ১ **হাদীস নং ১**

عن ابى هريرة (رض) قال كان رسول الله ﷺ اذا فرغ من القراءة ام القران رفع صوته وقال امين–

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসুল (সঃ) যখন সুরা ফাতেহা পড়ে শেষ করতেন তখন উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন (দেখুন বুলগুল মারাম ২৩ পৃষ্ঠা। মুসতাদরাকেহাকিম ২২৩ পৃষ্ঠা। বায়হাকী ২য় ৫৮ পৃষ্ঠা। তোহফাতুল আহওয়াযী ২০৮ পৃষ্ঠা। তালখিস ৮৯ পৃষ্ঠা। কেতাবুল উম্ ৯৫ পৃষ্ঠা।

وقال الدار قطني اسناده حسن وقال الحاكم صحيح على شرطهما وقال البيهقى حسن صحيح–

অর্থাৎ ইমাম দারাকুতনী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং ইমাম হাকেম বলেছেন হাদসিটি বোখারী মুসলিমের শর্তের উপর সহীহ। ইমাম বায়হাকী বলেন এ হাদীস হাসান সহীহ

দলিল নং ২ **হাদীস নং ২**

عن وائل بن حجر قال صليت خلف النبى ﷺ فلما قال ولا الضالين قال امين ومدمها صوته –

অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হুযর বলেন আমি রাসুল (সঃ) এর পিছনে নামায পড়ি তিনি (সঃ)ওয়ালাদ দোয়াল্লিন বলার পর উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বললেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

দেখুন-তিরমিযী৩৪ পৃষ্ঠা। তোহফা ২০৮ পৃষ্ঠা। আবু দাউদ ১৩৬ পৃষ্ঠা। আউনুল মাবুদ ৩৫১ পৃষ্ঠা। ইবনে মাযা ৬৪ পৃষ্ঠা। তালখিসুল হাবীর ৫৯ পৃষ্ঠা। দারেমী ১০৬ পৃষ্ঠা। দারা কুতনী ১২০ পৃষ্ঠা। ইবনে আবিশায়বা ২৮ পৃষ্ঠা। বায়হাকী ২য় ৫৭ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা ইমাম মোহাম্মদ-১০৫ পৃষ্ঠা। আল মুহাল্লাহ্ ৩য় ঃ ২৬৩ পৃষ্ঠা। নাইলুল আওতার ২৪৭ পৃষ্ঠা। ইবনে কাসির ১ম : ৫৭ পৃষ্ঠা। মেশকাত ৮০ পৃষ্ঠা। وقال الترمذى هذا حديث حسن-

ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীস টি হাসান তিরমিযী ৩৪ পৃষ্ঠা। হযরত ওয়ায়েল বিন হুযর ইয়ামান থেকে রাসুল (সঃ) এর নামায কেমন ছিল তা দেখার জন্য মদিনায় আসলেন। এবং রাসুল (সঃ) এর পুরা নামায লক্ষ্য করলেন। তিনিই বর্ণনা করেছেন যে রাসুল (সঃ) যখন নামায শুরু করতেন তখন দুটি হাত উঠাতেন এবং যখন রুকুতে যেতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও দুটি হাত উঠাতেন। এমনি ভাবে দু'রাকাত পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য যখন খাড়া হতেন তখনও দুটি হাত উঠাতেন । তিনিই বলেছেন যে রাসুল (সঃ) যখন ফাতেহা কেরাত করলেন তখন উচ্চঃস্বরে 'আমীন' বললেন।

ওয়ায়েল বিন হুযরের এ হাদীস সহীহ। আমাদের জানা নেই যে কোন হাদীস সম্রাট এ হাদীসকে যঈফ বলেছেন । বরং যারা এ হাদীস তাহকীক করেছেন তারা সবাই এ হাদীস কে সহীহ বলেছেন । ইমাম বোখারী ও আবু যুরআ বলেন- حديث سفيان اصح من حديث شعبة-

অর্থাৎ শোবার হাদীসের চেয়ে সুফিয়ানের হাদীস বেশি বিশুদ্ধ। দেখুন তিরমিযী তোহফা সহ ২০৯ পৃষ্ঠা।

ইমাম দারা কুতনী বলেন এ হাদীস সহীহ। দেখুন দারা কুতনী ১ম:২৩৬ পৃষ্ঠা। আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী হানাফী বলেন এ হাদীস সহীহ। তোহফা ১ম:২০৯ পৃষ্ঠা। আল্লামা আ: হাই লাখনভী হানাফী বলেন এ হাদীস সহীহ । তোহফা ২০৬ পৃষ্ঠা। আল্লামা মোবারক পুরী বলেন এ হাদীস সহীহ। তোহফা ২০৯ পৃষ্ঠা । আল্লামা আলবানী কলেন এ হাদীসের সনদ সহীহ-মেশকাত আল-বানী দেখুন। এ হাদীস নিশ্চিত সহীহ। হাদীসীটির মধ্যে মাযহাবী মুফতী সাহে-বানরা-مدبها صوته শব্দ নিয়ে টাল বাহানা করেছেন যে "মাদ্দা বিহা সাউতাহু" এর অর্থ হচ্ছে মদের সঙ্গে আলিফ কে টান করে পড়া উচ্চৈঃস্বরে

https://www.facebook.com/178945132263517

'আমীন' বলা নয়

পাঠকগণ-ওয়ায়েল বিন হুযুরের এ হাদীস আবু দাউদে দু'জায়গায় মাদ্দা বিহা সাউতাহু এর পরিবর্তে এক জায়গায়-رفع بها صوته আর এক জায়গায় جهر بها صوته এসেছে। এতে প্রমাণ হয়েছে যে মাদ্দা শব্দের অর্থ উচ্চৈ: স্বরে। আবু দাউদের এ হাদীস দু'টি সামনে ইনশাল্লাহ পাবেন । অপর দিকে "মাদ্দা" শব্দের অর্থ যে উচ্চৈঃস্বরে তার প্রমাণ আবু দাউদ ও অন্যান্য হাদীসে এসেছে তারজী আযান সম্পর্কে। আবু মাহজুবার হাদীসের মধ্যে পাবেন-

فمد من صوتك

অর্থাৎ তোমার কণ্ঠ উচ্চৈঃস্বর করে পুনরায় বল। দেখুন আবু দাউদ ১ম: বাংলা ই: ফা: ২৮০ পৃষ্ঠা।

অতএব, "মাদ্দা" শব্দ নিয়ে যতই টাল বাহানা করুন না কেন এর অর্থ নিশ্চিত উচ্চৈঃস্বরে।

দলিল নং ৩ **হাদীস নং ৩**

عن على قال سمعت رسول الله ﷺ اذا قال ولاالضالين قال امين-

অর্থাৎ আমীরুল মু'মিনিন হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুল (সঃ) যখন অলাদ দোয়াল্লিন বললেন তখন 'আমীন' বলতে আমি নিজ কানে শুনেছি। (ইবনে মাযা ৬২ পৃষ্ঠা। তোহফা ২০৮ পৃষ্ঠা)।

এ হাদীসে মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবিল্লায়লা নামেএকজন বর্ণনাকারী রয়েছে। তার সর্ম্পকে মাযমাউয জাওয়ায়েদে বলা হয়েছে যে জমহুর তাকে যঈফ বলেছে। আর আবু হাতেম বলেছেন তিনি বিশ্বস্ত সত্যবাদী, মাযমাউয জাওয়ায়েদে তাঁকে যঈফ বলা হয়েছে। কিন্তু কি কারণে যঈফ বলা হয়েছে তার কোন উল্লেখ সেখানে নাই। সেখানে লেখা হয়েছে-

صدوق سئ الحفيظ جدا-

অর্থাৎ তিনি সত্যবাদী স্মরণ-শক্তি কম। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে দুর্বল হওয়ার কারণে স্বরণ শক্তি কম কিন্তু তিনি সত্যবাদী মিথ্যা বলেন না । সুতরাং এ হাদীস কতদুর পর্যায়ের সঠিক তা হযরত আলী (রা) এর অন্যান্য হাদীসের

https://www.facebook.com/178945132263517

সঙ্গে মিলালে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে-

واما حديث على فاخرجه الحاكم بلفظ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول امين اذا قراء غير المغضوب عليهم ولا الضالين - اخرجة ايضا عنه ان النبى ﷺ قراء ولا الضالين رفع صوته بامين كذا فى اعلام الموقعين-

অর্থাৎ মুসতাদরাকে হাকিমের মধ্যে এসেছে হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসুল (সঃ) কে 'আমিন' বলতে শুনেছি যখন তিনি গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম আলাদ দোয়াল্লিন পড়লেন। মুসতাদরাকে হাকিমের ভিতরে এটাও এসেছে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী (সঃ) যখন অলাদ দোয়াল্লিন পড়তেন তখন উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন। (বিস্তারিত দেখুন এলামুল ময়াক্কেইন)

দলিল নং ৪ **হাদীস নং ৪**

عن ابى هريرة (رض) قال ان رسول الله ﷺ قال اذا امن الامام فامنرا فانه من وافق تأمينه تأمين الملاءكة غفرله ما تقدم من ذنبه-

অর্থাৎ ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নিশ্চয় রাসুল (সঃ) বলেন, ইমাম যখন 'আমীন' বলে তোমরা তখন 'আমীন' বল। কারণ যার 'আমীন' ফেরেস্তাদের 'আমীন'এর সাথে একত্রিত হবে, তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (বোখারী ১০৮ পৃষ্ঠা) এ হাদীস বোখারী মুসলিমের মুত্তাফাকুন আলাইহির হাদীস। এ হাদীস মারফু মুত্তাসিল হাদীস।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় ইমাম সাহেব 'আমীন' জোরে বলবেন। নতুবা আস্তে বললে ইমাম সাহেবের সঙ্গে মুক্তাদীর 'আমীন' কখনও মিলবেনা। এই জন্য ইমাম বোখারী এ হাদীসের উপর এভাবে একটা অধ্যয়ের শিরোনাম করেছেন-

https://www.facebook.com/178945132263517

باب جهر الا مام بالتامين ইমাম সাহেব জোরে 'আমীন' বলার অধ্যায়। আর মুক্তাদীও 'আমীন' জোরে বলবেন ইমামের অনুকরনের কারণে। নইলে ইমামের অনুকরণ সম্ভব নয়।

দলিল নং ৫ **হাদীস নং ৫**

عن وائل بن حجر قال كان رسول الله ﷺ اذا قراء ولاالضالين قال امين رفع بها صوته-

অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হুযুর থেকে বর্ণিত যে রাসুল (সঃ) যখন অলাদ দোয়াল্লিন বলতেন তখন উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন (আবুদাউদ ১ম ১৩৬ পৃষ্ঠা। দারেমী ১৪৭ পৃষ্ঠা)। এ হাদীস সম্পর্কে নাইলুল আওতার গ্রন্থে লেখা হয়েছে, হাফেজ ইবনে হাযার হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (দেখুন নাইলুল তাওতার ১ম :২৩২ পৃষ্ঠা)। দারা কুতনী ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ।

ইমাম বায়হাকী এ হাদীস দু'টি সনদে বর্ণনা করেছেন। এক আবু তাহের ফকিহ এর মাধ্যমে। যার মধ্যে ইমাম ছাওরীর সাগরেদ ইমাম আবু দাউদ হাযরমী আছে। দ্বিতীয়, সুলুমীর মাধ্যমে যার মধ্যে ইমাম ছাওরীর সাগরেদ খাল্লাদবিন ইয়াহয়া আছেন। এ সনদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন কাছির এর মুতাবিয়াত হাযরামী এবং খাল্লাদ করেছেন এভাবে ইমাম কারাবী থেকে ও মুহাম্মাদ বিন কাছিরের মোতাবিয়াত মওযুদ আছে। এ হাদীসে খাল্লাদ এবং মায়াজ ও সুলুমী সম্পর্কে কিছু এখতেলাফ করেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। বইটি দীর্ঘ হবে বলে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারলাম না। তবে প্রয়জন হলে পরবর্তীতে দেখা যাবে। হাদীসটি নিশ্চিত সহীহ ।

'আমীন' আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নেয়ামত, যা উম্মতে মুহাম্মাদী-কে দোয়ার শেষে শিখানো হয়েছে। যা থেকে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাসিল হয়। যা সময় মত আদায় করলে পুর্ববর্তী গোনাহ বকশিশ এবং মাফ করে দেওয়া হয়। রাসুল (সঃ) বলেন–

দলিল নং ৬ **হাদিস নং ৬**

اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة فى السماء امين فوافقت احدهما الاخرى غفرله ما تقدم من ذنبه-

https://www.facebook.com/178945132263517

অর্থাৎঃ তোমাদের মধ্যে যখন কেউ 'আমীন' বলে তখন আসমানের ফেরেস্তা ও 'আমীন' বলে। যখন একে অপরের সাথে একত্রিত হয় তখন পূর্ব বর্তী সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।(বোখারী)।

সকল ইবাদাতের মধ্যে নামাযই সব চেয়ে উত্তম ইবাদাত। আর নামাযের মধ্যে সুরা ফাতেহাই সব চেয়ে গুরুত্ব অর্জন করেছে। যার মধ্যে নামাযী

রাব্বুল আলামিনের জন্য দোয়া করেন। ঐ সময় আল্লাহ তা'য়ালার রহমত বরকতও বান্দার খুব কাছা কাছি হয়ে যায়, ঠিক ঐ সময় রাসুল (সঃ) ইমাম এবং মুক্তাদীদের 'আমীন' বলার জন্য হুকুম করেছেন। যাতে তাদের 'আমীন' ফেরেস্তাদের আমীনের সাথে একত্রিত হয়ে যায়।

দলিল নং ৭ হাদীস নং ৭

اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولاالضالين فقول امين فانه من وافق قوله قول ملئكة غفرله ما تقدم من ذنبه

অর্থাৎ যখন ইমাম গাইরিল মাদযুবি আলাইহিম অলদয দোয়াল্লিন বলেন তখন তোমরা 'আমীন' বল। যার 'আমীন' ফেরেস্তাদের 'আমীন' বলার সাথে একত্রিত হবে তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

বোখারী ১ম ঃ১০৮ পৃষ্ঠা। নাসাঈ ১ম: ১৪৭ পৃষ্ঠা। দারেমী ১৪৭ পৃষ্ঠা। মুসনাদে আহমাদ ২য় ২৭০ পৃষ্ঠা)।

এই সহীহ হাদীস খানা থেকে আমীনের ফযিলতও 'আমীন' ইমামের সাথে বলা প্রমান হয়। মুক্তাদী ঐ সময় 'আমীন' বলবে যখন ইমাম 'আমীন' বলবে। এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ইমাম এবং মুক্তাদীর 'আমীন' একত্রিত তখন হবে যখন ইমাম উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলবে। যদি ইমাম উচ্চস্বরে 'আমীন' না বলেন, তাহলে মুক্তাদী জানতে পারবেনা যে ইমাম তার থেকে আগে বলবেন না পরে। এই জন্য ইমাম বোখারী এই হাদসির উপর এভাবে একটি বাব বা অনুচ্ছেদ এনেছেন –

--باب جهر امام بالتامين ইমাম উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলবে।

https://www.facebook.com/178945132263517

রাসুল (সঃ) মুক্তদীদের 'আমীন' বলার হুকুম ঐসময় দিয়েছেন যখন ইমাম উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলবেন। যেমন কোন ব্যক্তিকে এটা বলা হয় যে তুমি অমুকের মত বল? তাহলে যদি তার কথা শোনা না যায়, সে যদি আস্তে আস্তে বলে, তাহলে তার মত বলা কখনও সম্ভব নয়।

ইমাম শাফেয়ীর শাগরেদ ইমাম রবি বলেন, ইমাম শাফেয়ীর নিকট জিজ্ঞেস করা হল, ইমাম কি উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলবে? তিনি বলেন হাঁ ইমাম ও উচ্চে : স্বরে বলবে মুক্তদী ও উচ্চৈঃস্বরে বলবে। দলিল হিসাবে রাসুল (সঃ) এর এই হাদীস খানাই পেষ করেন। হাদীস খানা বোখারী শরীফের সহীহ হাদীস।

কেউ কেউ বলে থাকেন, ফেরেস্তাদের 'আমীন' তো শোনা যায়না। আমার হাদীস নং ৬ দেখুনঃ ফেরেস্তারা 'আমীন' আসমানের উপর বলে, তা আমরা কেমনে শুনব। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ফেরেস্তাদের সাধারণ কথা যদি আমরা শুনতে পাই তাহলে 'আমীন'ও শুনতে পাব? নইলে নয়।

দলিল নং ৮ **হাদীস নং ৮**

عن وائل بن حجر انه صلى مع رسول الله ﷺ فوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فلما قال ولا الضالين قال امين-

অর্থাৎ ইমাম শোবার সুত্রে ওয়ায়েল বিন হুযর থেকে বর্নিত। তিনি রাসুল (সঃ) এর সাথে নামায পড়েন। যখন তিনি অলাদ দোয়াল্লীন পড়লেন তখন 'আমীন' বললেন।(সহীহ ইবনে হিব্বান ৪র্থঃ ১৪৬ পৃষ্ঠা)। এ হাদীস সহীহ হওয়ায় কারুর কোন দ্বিমত নেই । এ হাদীসের সকল বর্ণনা কারী বিশ্বস্ত এবং উচ্চদরজার ইমাম ছিলেন। এ হাদীসে ক্বালা শব্দ আছে আলাদ দোয়াল্লিনেরআগেও 'আমীন' এর আগে অর্থাৎ যেমন ভাবে হযরত ওয়ায়েল রাসুল (সঃ)এর সুরা ফাতেহা পড়া শুনেছেন। তেমন ভাবে আমীন বলতেও শুনেছেন ক্বালা শব্দ যখন কোন শর্ত ছাড়া বর্ণিত হয় তখন সশব্দে বলা বুঝায়। তার প্রমাণ-

দলিল নং ৯ **হাদীস নং ৯**

عن وائل الحضرمى انه صلى خلف النبى ﷺ فلما قال

https://www.facebook.com/178945132263517

ولا الضالين قال امين رافعا بها صوته

আর্থাৎ হযরত ওয়ায়েল হাযরামী বলেন, তিনি রাসুল (সঃ) এর পিছনে নামায পড়েন। যখন তিনি (সঃ) অলাদ দোয়াল্লিন বললেন তখন 'আমীন' বললেন এবং শব্দ উচ্চৈঃস্বরে করলেন। (বায়হাকী ২য়: ৫৮ পৃষ্ঠা)।

পাঠকগণ, এ বর্ণনা ও ইমাম শোবার সূত্রে বর্ণিত হাদীস নং ৯ এর মধ্যে ইমাম শোবার শাগরেদ ওহাব বিন জারির এবং আব্দুস সামাদ ছিলেন আর এ হাদীসে ইমামা শোবার শাগরেদ আবু ওয়ালীদ আছেন, যিনি বিশ্বস্ত ইমাম হওয়ায় কোন দ্বিমত নেই। আবুওয়ালীদের শাগরেদ ইব্রাহীম বিন মারঝুখ যার সম্পর্ক কিছু কিছু হানাফী বিদ্বান মিথ্যা ভাবে আপত্তি তুলেছেন যে, ইমাম দারা কুতনী বলেন,

يخطى ويصيب ولا يرجع قال دار قطنى ثقة لكنه
يخطى ويصر

অর্থাৎ ঃ ইমাম দারা কুতনী সেকাহ্ বিশ্বস্ত বলেছেন কথাটি উড়িয়ে দিয়েছেন। আর সেকাহ বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনে হাযার যাঁরা উসুলে হাদীসের ইমাম তাঁরা বলেন, সেকাহ সেই ব্যক্তি যিনি হাদীসের হাফেয এবং হুজ্জাত। তাহলে মোহাদ্দেসিনে কেরাম ইমাম ইব্রাহীম কে সেকাহ বিশ্বস্ত হওয়ার সাথে সাথে হাদীসের হাফেজ এবং হুজ্জাত বলে ভূষিত করেছেন। ইমাম দারাকুতনী যিনি শুধু একাই তাঁকে يخطى (ভুল করেন) বলেছেন। আবার তিনিই দেখুন উপরে তাকে ثقه (বিশ্বস্ত) বলেছেন।

অতএব এ হাদীস সহীহ হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই।

দলিল নং ১০ **হাদীস নং ১০**

عن وائل بن حجر (رض) انه صلى خلف رسول الله ﷺ
فجهر بامين-

অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হুযর (রা) বলেন, আমি রাসুল (সঃ) এর পিছনে নামায পড়ি। তিনি 'আমীন' বললেন এবং শব্দ জোরে করলেন (আবু দাউদ মাআওনুল

https://www.facebook.com/178945132263517

মাবুদ ১ম:৩৩৫ পৃষ্ঠা)। মুফতী গোলামুর রহমান সাহেব (খুলনা) লিখেছেন এ হাদীস সরবে আমীন পাঠের ব্যাপারে সুস্পষ্ট। কিন্তু হাদীসটি সহীহ নয় কারণ সালমাহবিন কুহাইল থেকে হাদীসটি মূলতঃ বর্ণনা করেছেন আলা বিন সালেহ্। তিনি যঈফ বর্ণনাকারী।

তিনি ইমাম ইবনে হাযার আসকালানীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আবু দাউদের ভুল ধরেছেন যে সালমাহ বিন কুহাইল থেকে বর্ণনাকারী রাবীর নাম উল্লেখ করেছেন আলী বিন সালেহ। কিন্তু এটা মোটেই সঠিক নয় ওহাম বরং সঠিক হচ্ছে আলা বিন সালেহ্। পাঠকগন, আমি বলতেচাই-এই বর্ণনায় ইমাম আবু দাউদের ভুল ধরা মোটেই সঠিক হয় নাই। কারণ আলা বিন সালেহ এবং আলী বিন সালেহ দু'জন একব্যক্তি নয়। হাঁ, এ দু'ব্যক্তিই সালমাহ বিন কুহাইলের শাগরেদ। আল্লামা শামছুল হক আজিমাবাদী বলেন-

رواه على بن صالح عن سلمة بن كهيل فتابع على بن صالح فى الجهر سفيان الثورى كما تابع فيه العلاء بن صالح ومحمدبن مسلمة-

অর্থাৎ আলীবিন সালেহের অনুকরণ সুফিয়ানসুসাউরী, আলা বিন সালেহ এবং মুহাম্মাদ বিন মুসলামাতা করেছেন। আর এ কথাই আল্লামা মোবারক পুরী তিনি তোহফাতুল আহওয়াজীর মধ্যে লিখেছেন-

خالف (شعبة) فيه ثلاثة ثقات وضعيفا من اصحاب سلمةبن كهيل فلا ولى منهم سفيان الثورى وهو اخفظ من شعبة والثانى على بن صالح والثالت العلابن صالح-

অর্থাৎ ইমাম শো'বা এ বর্ণনার মধ্যে সালমার ৩- সেকাহ এবং ১-যঈফ শাগরেদের বিরোধিতা করেছেন। প্রথমে ইমাম ছাওরী যিনি শোবা থেকে বেশি স্মরনশক্তি। দ্বিতীয় আলী বিন সালেহ এবং তৃতীয় ব্যক্তি আলাবিন সালেহ। (দেখুন মেরাতুলমাফাতিহ ১মঃ ৬৪ পৃষ্ঠা)।

ইমাম খাত্তাবী শুধু এক অস্তায় আবু দাউদের শাগরেদ সুনানে আবুদাউদের সর্ব

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রথম সারেহ মুহাদ্দেস এবং ফকিহ ছিলেন। তিনিও ওটা ইমাম আবু দাউদের ওহাম বা ভুল বলেন নাই। মাযহাব টিকানোর জন্য অহেতুক একজন বর্ণনা কারীর নামে ওহাম সন্দেহের বাহানা বানিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যেটা ওহামই নয়। এ নাম দু'জন মোহাদ্দেসের নাম। এটা মোটেই প্রমাণিত নয়। এ হাদীস নিশ্চিত সহীহ। এ হাদীসের সনদে এমন কোন বর্ণনা কারী নেই যিনি যঈফ, বরং সকল বর্ণনা কারী বিশ্বস্ত। ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ মাখলাদ বিন খালেদ আশাযারী সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাযার বলেন তিনি বিশ্বস্ত। উনার ওস্তাদ ইমাম ইবনে নুমায়ের যিনি বিশ্বস্ত আর তাঁরা ওস্তাদ আলী বিন সালেহ।

দলিল নং ১১ **হাদীসনং ১১**

عن ابى هريرة (رض) قال ترك الناس التامين وكان رسول الله ﷺ اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد-

অর্থাৎ ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিতঃ যে লোকেরা 'আমীন' ছেড়ে দিয়েছে অথচ রাসুল (সঃ) যখন গাইরিল মাগদু বিআলাইহীম অলাদ দোয়াল্লিন বলতেন তখন 'আমীন' বলতেন তা প্রথম রাকাতের লোকজন শুনতে পেতেন। তারপর (মুক্তদীদের 'আমীন'এর শব্দে) মসজিদ প্রকম্পিত হয়ে উঠত (দেখুন ইবনে মাযা ৬২ পৃষ্ঠা)।এ হাদীস সহীহ (দেখুন নাইলুল আত্তার ২য় খ ১১৭ পৃষ্ঠা)। এ সহীহ হাদীস খানা থেকে প্রমাণ হয় যে, সাহাবায়ে কেরামগন সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য জোর দিতেন। কেউ যদি সুন্নাত ছেড়ে দিতেন তখন তাকে ধমক দিতেন। আর এ হাদীস থেকে এটাও জানা গেল যে রাসুল (সাঃ) এর পিছনে মুক্তাদী জোরে 'আমীন' বলতেন, যার কারনে মসজিদ গম গম করে উঠত।

দলিল নং ১২ **হাদীস নং- ১২**

عن ابو موسى الاشعرى قال خطبنا .... الخ

অর্থাৎ আবুমূসা আল আশয়ারী থেকে বর্ণিত। রাসুল (সঃ) খোৎবা দেওয়ার সময় আমাদের পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন এবং নামায শিক্ষা দিলেন। তারপর

https://www.facebook.com/178945132263517

বললেন, যখন তোমরা নামায পড়বে কাতার সোজা করবে এবং তোমাদের মধ্যে হতে একজন ইমামতি করবে। তারপর যখন ইমাম তাকবীর বলবে তখন তোমরা তাকবীর বলবে। এবং ইমাম যখন অলাদ দোয়াল্লিন বলবে তখন তোমরা 'আমীন' বলবে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন। (দেখুন মুসলিম নববীসহ ১ম: ১৪৭ পৃষ্ঠা)। আবু আওয়ানা ১ম ঃ ১২৭ পৃষ্ঠা। এই হাদীসের মধ্যে রয়েছে قولوا امين তোমরা বল 'আমীন'। এর অর্থ হয় উচ্চৈঃশ্বরে 'আমীন' বলা। আর রাসুল (সঃ) এর খোৎবার মধ্যে 'আমীনে'র হুকুম দেওয়া এটাকে সুন্নাতেমোয়াক্কাদা এবং আমীনের মরতবা প্রকাশ করা বুঝানো হয়েছে । আর এটাও জানা গেল যে 'আমীন' বলায় আল্লাহতায়ালার মুহাব্বত ও নৈকট্য হাসিল হয়। সুবহানাল্লাহ! 'আমীন' বলার কত বড় মর্তবা।

দলিল নং ১৩ হাদীস নং ১৩

عن على (رض) قال كان النبى ﷺ اذا قال ولا الضالين قال امين يرفع بها صوته

অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুল (সঃ) যখনই অলাদ দোয়াল্লিন বলতেন তখনই উচ্চৈঃস্বরে 'আমিন' বলতেন । (দেখুন কাঞ্জুল আম্মাল ১ম: ২১০ পৃষ্ঠা)। এ হাদীস ইবনে জারির বর্ণনা করার পর সহীহ বলেছেন। এ হাদীস সম্পর্কে কোন আপত্তি নেই । এ হাদীসে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে রাসুল (সঃ) এর এটাই আমল ছিল যে তিনি অলাদ দোয়াল্লিন বলার পর পরই 'আমীন' বলতেন।

দলিল নং ১৪ হাদীস নং ১৪

عن انس (رض) قال كنا عند النبى ﷺ جلوسا..... الخ

অর্থাৎ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বণিত যে আমরা রাসুল (সঃ) এর নিকট বসেছিলাম। তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহ আমাকে তিনটি জিনিস দান করেছেন। (১) কাতার বন্দীকরে নামায পড়া । (২) সালাম যা জান্নাতীদের অভ্যাস। (৩) 'আমীন' বলা, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু হযরত হারুণ (আঃ) কে দেওয়া হয়েছিল যখন মুসা (আঃ) দোয়া করছিলেন এবং হারুন (আঃ) 'আমীন' বল ছিলেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

যে নেয়ামত খাস করে এই উম্মৎকে দেওয়া হয়েছে আফসোস! সেই নেয়ামতকে হিংসা/নফরাত করা হচ্ছে। দোয়ার পিছনে 'আমীন' বলার অর্থ দোয়ার অনুসরণ, আর সুরা ফাতেহা ও একটা আজিমুশশান দোয়া। আর 'আমীন' হচ্ছে সেই দোয়ার সহায়ক। অর্থ হচ্ছে হে আল্লাহ, সুরা ফাতেহার মধ্যে যে সমস্ত দোয়া করা হল তা তুমি কবুল কর। এই জন্য 'আমীন' সূরা ফাতেহার মত দোয়ার অনুসরণ। আর তাবে হয় মতবুওয়ালা সুতরাং দোয়া যখন জোরে হবে 'আমীন' ও তখন জোরে হবে। আর দোয়া যখন আস্তে হবে 'আমীন' ও তখন আস্তে হবে।

দলিল নং ১৫ **হাদীস নং ১৫**

عن ام حسين انها صليت خلف رسول الله ﷺ فلما قال ولا الضالين قال امين فسمعته وهى صف النساء

অর্থাৎ ঃ উম্মে হুসাইন(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুল (সঃ) এর পিছনে নামায পড়েন। যখন তিনি অলাদ দোয়াল্লিন বললেন তখন 'আমীন' বললেন। আমি পিছনে মেয়েদের কাতার থেকে তা শুনতে পেলাম। মহিলাদের কাতার হয় সবার পিছনে। তাহলে কতটা জোরে হলে তা পিছনে মেয়েদের কাতার থেকে শোনা যায়। বাচ-বিচার করলে বোঝাযায় হাদীসটি মাযহাবী মাসলার বিপক্ষে যায়। তাই মাযহাবী হযরতগণ হাদীসটির কিছু ত্রুটি বের করে যঈফ প্রমাণ করার জন্য কিছু সময় নষ্ট করেছেন। (১) এর মধ্যে ইসমাঈল বিন মুসলিম যঈফ । যেমন মুফতী গোলামুর রহমান সাহেব বলেছেন। (২) হাদীস বর্ণনা কারী হচ্ছে মহিলা।

প্রথম জবাবঃ এখানে ইসমাইল বিন মুসলিম দু'জন। ইসমাইল বিন মুসলিম বসরি ইনি যঈফ, কিন্তু ইসমাঈল বিন মুসলিম মাক্কি, ইনি صورق সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত। এখানে বর্ণনাকারী হচ্ছেন ইসমাইল বিন মুসলিম মাক্কি। অতএব এ আপত্তি সঠিক নয় । দ্বিতীয় আপত্তি হাদীসের বর্ণনাকারী মহিলা। কিন্তু মহিলা বর্ণিত হাদীস কোন সহীহ হাদীসের বিপক্ষে নয়-পক্ষে। আর 'আমীন' আস্তে বলার হাদীস সহীহ নয়। যদিও সেটা পুরুষে বর্ণিত হাদীস। যাই হোক আপত্তিকারী হানাফী ভাইদের আদবের সাথে বলছি ঃ আপনারা হানাফী তাই হানাফী মাযহারের পক্ষে যা পারেন করেন। নিজেরা শুধু অন্ধকারের মধ্যে থাকবেন? না অন্যদেরকেও অন্ধকারের মধ্যে নিবেন? সেটা আপনাদের

https://www.facebook.com/178945132263517

ব্যাপার। কিন্তু সাহাবী উম্মে হুসাইন, হাদীস বয়ান করেছেন যে, আমি রাসুল (সঃ) এর 'আমীন' বলতে শুনেছি-এটা একেবারে সহীহ হাদীস, যা থেকে রাসুল (সঃ) এর উচ্চৈঃস্বরে 'আমী'ন বলা ঠিক দুপুরে পর্দা ছাড়া সূর্যের যেমন চমক তেমনই উজ্জ্বল হয়ে গেছে। সেদিকে তাকাতে যদি কোন চোখ ঝলসে যায় তাতে সূর্যের কোন দোষ নয় বরং চোখের চিকিৎসা করার দরকার।

দলিল নং ১৬ হাদীস নং ১৬

عن بلال انه قال يا رسو ل الله لا تسبقنى بأمين

অর্থাৎ হযরত বিল্লাল (রাঃ) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি 'আমীন' বলায় আমার আগে যাবেন না। (অর্থাৎ আমার 'আমীন' আপনার 'আমীনে'র সঙ্গে হওয়া দরকার। আর এটা তখনই সম্ভব যখন রাসুল (সঃ) এর 'আমীন' এবং বিল্লালের আমীন উচ্চৈঃস্বরে হবে। নতুবা রাসুল (সঃ) এবং বিল্লালের 'আমীনে'র সময় কারুর জানা সম্ভব হয় না।)

(আবু দাউদ মায়া আউনুল মাবুদ ১ম:১৩৬ পৃষ্ঠা। মুসনাদে অহমাদ ৬ষ্ঠ ঃ ১২ পৃষ্ঠা)। এ হাদীস সহীহ হওয়াতে কার ও কোন আপত্তি আছে আমার জানা নাই।

দলিল নং-১৭ হাদীস নং-১৭

عن ابن عمر (رض) ان رسول الله ﷺ كان اذا اقال ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته

অর্থাৎ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুল (সঃ) যখন অলাদ দোয়াল্লিন বলতেন তখন উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলতেন। (দারাতুনী ১২৭ পৃষ্ঠা)।

দলিল নং ১৮ হাদীসনং ১৮

عن سمرةبن جندوب قال قال النبى ﷺ اذ قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يحببكم الله

অর্থাৎ সামুরাতা বিন যুনদুব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন,

https://www.facebook.com/178945132263517

ইমাম যখন গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম অলাদ দোয়াল্লিন বলে তোমরা তখন 'আমীন' বল। আল্লাহ তোমাদের ভাল বাসবেন।

(তাবারাণী ফিল কবীর, আত তারগিব আত তারহীব লিল মাযনী ১ম: ১৫০ পৃষ্ঠা)।

দলিল নং ১৯ হাদীস নং ১৯

عن بلال ان رسول الله ﷺ قال لا تسبقنى بامين

অর্থাৎ ঃ হযরত বিল্লাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসুল (সঃ) বলেছেন 'আমীন' বলায় আমার থেকে জলদী করবেনা। অর্থাৎ ঃ আমার 'আমীনে'র সাথে সাথে 'আমীন' বলবে।

এ সকল কথা ঐ সময় হতে পারে যখন রাসুল উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলেন , তা নাহলে বিল্লাল (রাঃ) রাসুল (সঃ)-এর সাথে কিভাবে 'আমীন' বলবেন এবং বিল্লাল ও জোরে 'আমীন' বলতেন তা নাহলে রাসুল (সঃ) কেমন ভাবে জানবেন যে, বিল্লাল (রাঃ) আমার থেকে 'আমীন' আগে বলছে। বরং এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, রাসূল (সঃ)-এর পেছনে সাহাবায়ে কেরাম 'আমীন' জোরে বলতেন।

দলিল নং ২০ হাদীস নং ২০

عن وائل قال صليت خلف رسول الله ﷺ فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا اذنيه ثم يقراء بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال امين يرفع بها صوته

অর্থাৎ ওয়ায়েল (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ আমি রাসুল (সঃ)এর পিছনে নামায পড়ি। তিনি (সঃ) যখন নামায শুরু করলেন তখন আল্লাহু আকবার বললেন এবং দুটি হাত কান বরাবর উঠালেন। তার পর সুরা ফাতেহা পড়লেন। যখন ফাতেহা থেকে ফারেগ হলেন তখন উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বললেন। (নাসাঈ ১ম: ১৪০ পৃষ্ঠা)।

https://www.facebook.com/178945132263517

দলিল নং ২১ হাদীস নং ২১

عن ابى ميسرة قال لما اقراء جبرا ئيل رسول الله ﷺ فاتحة الكتاب فبلغ ولاالضالين قال قل امين فقال امين

অর্থাৎ ঃ- আবু মায়ছারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে যখন জিবরাঈল (আঃ) রাসুল (সঃ) কে সুরা ফাতেহা পড়ালেন অতঃপর অলাদ দোয়াল্লিনে যখন পৌঁছলেন তখন জিবরাঈল রাসুল (সঃ) কে বললেন, বল 'আমিন'। তিনি (সঃ) বললেন 'আমীন'।

দেখুন ইবনে আবুশায়বা, তফসিরে শাওকানী ১ম: ১৫ পৃষ্ঠা।

সাহাবায়ে কেরামদের বহুতসারে হাদীস মওযুদ থাকায় মুরসাল বর্ণনা অসুবিধা থাকে না। আর মুহাদ্দেসদের দৃষ্টিতে ও যখন অন্যান্য মুত্তাসিল হাদীস মাওযুদ থাকে তখন শাহাদাতের জন্য মুরসাল বর্ণনা যথেষ্ট হয়।

এবার আসুন 'আমীনে'র শব্দ শুনে জ্বলে ওঠার অভ্যাস ছিল ইয়াহুদিদের। সে সম্পর্কে শুনুন-

দলিল নং ২২ হাদিস নং ২২

عن معادبن جبل قال رسول الله ﷺ ان اليهود قوم حسدكم يحسدوكم على افضل من ثلاثة رد الاسلام واقامة الصفوف وقولهم خلف الامامهم فى المكتوبة امين-

অর্থাৎ ঃ-হযরত মাযায (রাঃ) থেকে বর্নিত যে রাসুল (সঃ) বলেছেন, ইয়াহুদ হিংসুক কওম (মুসলমানদের) সঙ্গে ৩টি কাজে। (১) একে অপরের সালাম করায়। (২) কাতার সোজা করায়। (৩) ফরজ নামাজে ইমামের পিছনে 'আমীন' বলায়। যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমীন' শোনা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত হিংসা করে না, যখন শোনা যায় তখন হিংসা করে।

https://www.facebook.com/178945132263517

দলিল নং ২৩ হাদীস নং ২৩

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله ﷺ سيكون امتى رجال يدعون الناس الى اقول احبارهم ورهبانهم ويعملون بها ويحسدون المسلمين على التامين خلف الامام كما حسدتكم اليهود على ذالك الا انهم يهود هذه الامة الاانهم يهود هذه الامة الاانهم يهود هذه الامة-

অর্থাৎ ঃ- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসুল (সঃ) বলেন অতিশীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক (পয়দা) হবে যারা পীরমৌলভীদের দিকে ডাকবে, আর তারা তাদের কথা মত আমল করবে; আর মুসলমানদের ইমামের পিছনে উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বললে এমন ভাবে হিংসা করবে যেমন ভাবে ইয়াহুদিরা হিংসা করে। খবরদার এরাই হল আমার এই উম্মতের ইয়াহুদী, খবরদার এরাই হল আমার এই উম্মতের ইয়াহুদী, খবরদার এরাই হল আমার এই উম্মতের ইয়াহুদী।

হাদীসটি দেখুন, ইবনুস সাকান ও ইবনুল কাত্তানে রয়েছে। এই হাদীস দেখার পর মুসলমানদের 'আমীন' বলার উপর যারা হিংসা করে তাদের কঠিনভাবে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ।

দলিল নং ২৪ হাদীস নং ২৪

عن ابن عباس (رض) قال قال رسول الله ﷺ ما حسد تكم اليهود على شئ ما حسدتكم على امين فاكثرون قول امين-

অর্থাৎ ঃ- ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুল (সঃ) বলেছেন ইয়াহুদীরা তোমাদের উপর এমন হিংসা অন্য কোনো কিছুতে করে না, যেমন হিংসা করে 'আমীন' বলাতে। অতএব তোমরা আরও বেশি বেশি করে 'আমীন' বল। এ হাদীস ইবনে মাযায় জোরে 'আমীন' বলার অধ্যায়ে' দেখুন।

https://www.facebook.com/178945132263517

দলিল নং ২৫ হাদীস নং ২৫

عن عائشة (رض) عن النبى ﷺ قال ما حسدتكم اليهود على شى ما حسدتكم على السلام والتامين-

অর্থাৎ ঃ- আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুল (সঃ) বলেছেন; ইয়াহুদীরা তোমাদের সালাম বিনিময়ে এবং 'আমীন' বলাতে যেমন হিংসা করে তেমন হিংসা অন্য কোন জিনিসে করে না।

(ইবনে মাযা)। এ হাদীস সম্পর্কে আততারগীবের ১ম: ৩২৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ এ হাদীস ইমাম ইবনে মাযা সহীহ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা আলবাণী বলেন, ইমাম বোখারী আদাবুল মুফরাদ, ইবনে মাযা, আহমাদ সহীহ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। (দেখুন সিফাতুস সালাতুন নবী ৮২ পৃষ্ঠা।)

কিছু কিছু হানাফী মুফতী বলেন যে এ হাদীসের মধ্যে 'আমীন' জোরে বলার কথা নেই। প্রথম কথা ইমাম ইবনে মাযা জোরে 'আমীন' বলার অধ্যায়ে দেখুন হাদীসটি এনেছেন। দ্বিতীয় কথা সালাম এবং 'আমীন' বলায় ইয়াহুদীরা হিংসা করায় সাফ প্রমাণ হয়ে গেছে যে রাসুল (সঃ) এবং তার সাহাবীগণ জোরে 'আমীন' বলতেন। কারণ ইয়াহুদী যদি 'আমীন' বলার শব্দ শুনতে না পেতো তাহলে কি তারা হিংসা করত? শুনতে পেত বলেই তারা হিংসা করত।

অতএব, যারা 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলাকে খারাপ যানে তারা ইয়াহুদীদের পদঙ্ক অনুসরণ করল, এতে কোন সন্দেহ নেই। এবার আসুন, ইমাম মুক্তাদী উভয়েই যে জোরে 'আমীন' বলবেন তা সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে নিন।

দলিল নং ২৬ আসার নং ১

عن ابى جريج عن عطا قال.........................الخ

অর্থাৎ ঃ- ইবনে যুরায়েজ থেকে বর্ণিত যে আমি হযরত আতা থেকে জিজ্ঞেস করলাম, আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) সুরা ফাতেহার পর কি 'আমীন' বলতেন ? তিনি বললেন হাঁ এবং তাঁর পিছনে যারা মুক্তাদী হতেন তারাও 'আমীন' বলতেন। তিনিও 'আমীন' বলতেন যে, মসজিদ গম গম করে উঠত। এবং হযরত আতা বলেন আবু হুরায়রা (রাঃ) মসজিদে ঢুকলেন এবং ইমাম

https://www.facebook.com/178945132263517

মুসাল্লার উপর দাঁড়াতেন এবং জোরে জোরে বলতেন ইমাম সাহেব আমার আগে যেন 'আমীন' বলবেন না

অর্থাৎ ঃ- ধীরে ধীরে সুরা ফাতেহা পড়বেন, তাতে আমি সুরা ফাতেহা পড়ে আপনার সঙ্গে 'আমীন' বলব। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, ফতহুল বারী ২য়ঃ২৬২ পৃষ্ঠা)।

দলিল নং ২৭ **আসার নং ২**

عن ابن عمر (رض) انه كان يرفع صوته اماما كان اوماموما-

অর্থাৎ ঃ-ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলতেন তাই তিনি ইমাম হন বা মুক্তাদী হন। (বায়হাকী ২য়ঃ ৫৯ পৃষ্ঠা)।

দলিল নং ২৮ **আসার নং ৩**

عن عطاء بن ابى الرباح قال ادركت ماتين من اصحاب رسول الله ﷺ فى هذا المسجد يعنى المسجد الحرام اذا قال الامام ولاالضالين رافعوا اصواتكم بامين-

অর্থাৎ ঃ- হযরত আতা বিন আবির রেবাহ থেকে বর্ণিতঃ আমি এই মসজিদ

অর্থাৎ ঃ বাইতুল্লাহর মধ্যে দুই শত সাহাবীকে পেয়েছি যে যখন ইমাম অলাদ দোয়াল্লিন বলতেন তখন উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলতেন। আতা বিন আবির রেবাহ একজন জলিলুল কদর তাবেয়ী, যিনি ইমাম আবু হানিফার ওস্তাদ ছিলেন। তার সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেন-

ما رايت فيمن لقيت افضل من عطاء-

আমি আতা থেকে উত্তম কাউকে দেখিনাই। (বোখারী ১য় : ৭৫ পৃষ্ঠা)। মুসলমানদের জন্য ইসলামী মার কাজ যে আল্লাহর স্বর সেখানে এই দুই শর্তে সাহাবী উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলতেন তা হযরত আতা তাবেয়ী নিজ কানে শুনেছেন। এ থেকে প্রমান হয় যে, সকল সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীনে কেরামের এটাই আমল ছিল। এ বর্ণনাটি বায়হাকীর মধ্যে এভাবে এসেছে।

https://www.facebook.com/178945132263517

দলিল নং ২৯ আসার নং ৪

عن عطاء قال ادركت مأتين من اصحاب النبى ﷺ في هذا المسجد اذا قال الامام ولاالضالين سمعت لهم رجه بامين

অর্থাৎ ঃ- আতা বিন আবির রেবাহ থেকে বর্নিত ঃ আমি দুই শত সাহাবীকে এই মসজিদে (বাইতুল্লাহ) পেয়েছি। যখন ইমাম অলাদ দোয়াল্লিন বলতেন তখন 'আমীনে'র শব্দে মসজিদ কেঁপে উঠত।

দলিল নং ৩০ আসার নং ৫

عن مجاهد قال ان يهود يامر باهل مسجد وهم يقولون امين قال اليهود والذى عليكم بامين انكم لعلي الحق

অর্থাৎ ঃ- মুজাহীদ তাবেয়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী মসজিদের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছেন, 'আমীনে'র শব্দ শুনতেই বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম সেব্যক্তি তোমাদের 'আমীন' শিখিয়েছেন, তোমরা হক্কের উপর আছো। (আল মুতালেবুল আলীয়ালি ইবনে হাযার) ১ম: ৭১ পৃষ্ঠা।

এই বর্ণনাটি থেকে প্রমান হল যে মুসলমানেদের মসজিদে সাহাবা এবং তাবেয়ীদের যুগে 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলার প্রচলন ছিল।

দলিল নং ৩১ আসার নং ৬

عكرمة يقول ادركت الناس ولهم رجة فى مساجدهم بامين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولاالضالين

অর্থাৎ ঃ- ইকরামাহ তাবেয়ী বলেন, আমি মসজিদে লোকদের পেয়েছি-ইমাম যখন সুরা ফাতেহা শেষ করতেন তখন 'আমীনে'র শব্দে মসজিদ মুখরিত হত।

(ইবনে আবিশায়বা ১মঃ ৫১৮ পৃষ্ঠা)। নাস থেকে মুরাদ হচ্ছে সাহাবা তাবেয়ীনে কেরাম।

এবার আসুন এব্যাপারে হানাফী ওলামাদের জোরে 'আমীন' বলার স্বপক্ষে দলিল নিন।

https://www.facebook.com/178945132263517

বহু হাদীস ও আসার এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যেগুলি বইটি দীর্ঘ্য হবে বলে ছেড়ে দিলাম, সে গুলি দেখে হানাফী মাযহারের অনেক আলেম উচ্চৈঃস্ব'রে 'আমীন' বলার পক্ষে মতামত দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী ফতহুল কাদীরে মধ্যে লিখেছেন।

দলিল নং ৩২ **মতামত নং ১**

لوكان الى فى هذا الشى لوفقت بان رواية الخفض براد بها القرع العنيف ورواية الجهر بمعنى كولها فى زير الصوت وذيله-

অর্থাৎ ঃ- যদি এ ব্যপারে ফয়সালা আমার উপর আসত তাহলে আমি এভাবে সামঞ্জস্য করতাম যে, আস্তে বলা থেকে অর্থ বহুত' চিল্লিয়ে না বলে মধ্যম আওয়াজে বলা। (দেখুন ফতহুল কাদীর ১ম : ১১৭ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে আল্লামা আব্দুল হাই মুহাদ্দেস দেহলভী হানাফী (রহঃ)

দলিল নং ৩৩ **মতামত নং ২**

ولانصاف ان الجهر قوى من حيث الدليل

অর্থাৎ ঃ- ইনসাফ হচ্ছে এই যে, দলিলের দিক দিয়ে জোরে 'আমীন' বলা মজবুত।

(তালিকুল মুমাজ্জাদ ১০৫ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে আল্লামা রশিদ আহমাদ গাং গুহী হানাফী (রহ:)।

দলিল নং ৩৪ **মতামত নং ৩**

উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলা লোকদের গালা গালি করা উচিত নয়, কারণ তারা হাদীসের উপর আমল করেন। (সাবিলুর রশাদ, ফাতায়ায়েরশিদিয়া ৭২ পৃষ্ঠা)।

https://www.facebook.com/178945132263517

এ ব্যাপারে শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)

দলিল নং ৩৫ মতামত নং ৪

ان الجهر بالتامين اولى من خفية

অর্থাৎ ঃ- 'আমীন' জোরে বলা আস্তে বলা থেকে উত্তম। (তানবিরুল আইনাইন ৭১ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে সিরাজ আহম্মাদ সারহিন্দ হানাফী (রহঃ)

দলিল নং ৩৬ মতামত নং ৫

احاديث الجهر بالتامين اكثر واصح

অর্থাৎ ঃ- জোরে আমীন বলার হাদীস অনেক বেশি এবং সহীহ।

এ ব্যাপারে আল্লামা আইনী হানাফী (রহঃ)।

দলিল নং ৩৭ মতামত নং ৬

'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলার হাদীস সহীহ ।

(উমদাতুল কারী ৩য়ঃ ১১৩ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)

দলিল নং ৩৮ মতামত নং ৭

انظر الى موضوع السجود والجهر بالقراة والامين

অর্থাঃ- নামাযে সেজদার জায়গায় নযর রাখা এবং জোরের নামাযে জোরে আমীন বলা শরীঈ পদ্ধতি।

(গুনিয়াতুত তালেবীন ১ম ঃ ৪ পৃষ্ঠা)।

বাংলাদেশের হানাফী মাযাহারের প্রখ্যাত পন্ডিত আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী, (ছদর সাহেব হুজুর)

দলিল নং ৩৯ মতামত নং ৮

যদি কোন হানাফী মাযহাবের লোক জোরে 'আমীন' বলে এবং ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়ে তাহলে তার হানাফিয়াত ছুটিয়া যাইবেনা বরং আরও মজবুত

https://www.facebook.com/178945132263517

হইবে। (দেখুন তার ওসিয়াত নামা, ৭নং ওসিয়াত)। এছাড়া হানাফী মাযহাবের ফেকাহর কেতাবেও 'আমীন' জোরে বলার সমর্থনে অনেক দলিল পাওয়া যায়। যেমন- 'আমীন' হচ্ছে কবুলিয়াতের মহর। দেখুন- হানাফী ফেকাহ আইনুল হেদায়া-১ম খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা। প্রকাশ্য 'আমীন' বলা প্রমাণিত- হানাফী ফেকাহ নূরুল হেদায়া ৯৭ পৃষ্ঠা। ইমামের 'আমীন' শুনে মুক্তাদী 'আমীন' বলবে। দেখুন- দুর্রে মুখতার, গায়াতুল আওতার ১মঃ ২২৯ পৃষ্ঠা। দু-এক জন শুনলে সেটা শোনার মধ্যে হবে না, সকল লোককে শুনতে হবে- ফেকাহ গায়াতুল আওতার ১ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাকিকাতুল ফেকাহ ১মঃ ১৮৮ পৃষ্ঠা। আস্তে 'আমীন' বলার হাদীস দুর্বল। দেখুন- ফেকাহ আইনুল হেদায়া ১ম খন্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।

পাঠকগণ, এ পর্যন্ত- রাসুল (সঃ)-এর সহীহ হাদীস, সাহাবীদের আসারে হাদীস তাবেঈন-তাবে তাবেঈনসহ হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম যাঁরা হানাফী মাজহাবের প্রথম কাতার দখল করেছেন তাদের মতামত, এমন কি হানাফী মাযহারের বরেণ্য ফেকাহ থেকে ও প্রমাণ পেয়ে গেলেন যে, 'আমীন' জোরে বলা প্রমাণিত ও সঠিক, এবং আস্তে বলার হাদীস সঠিক নয়। আল্লাহ আমাদের সব ভাইকে সঠিক জিনিষের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। 'আমীন'।

আব্দুল সাত্তার কালাবগী

https://www.facebook.com/178945132263517

https://www.facebook.com/178945132263517

লেখকের প্রকাশিত বই

- ★ সহীহ হাদীসের আলোকে **রাসুল (সঃ)-এর নামায**।
- ★ তারাবী নামায **২০** রাকাত নামক লেখনির **জবাব** ও সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবী নামায **৮ রাকাত**।
- ★ ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া প্রসঙ্গে মাওলানা ওয়াক্কাস আলী সাহেবের (রেজালের উদ্বৃতি দিয়ে) দেওয়া **জবাব** এর **জবাব**।
- ★ রুকু পেলে রাকাত হবে নামক লেখনির **জবাব** ও রুকু পেলে রাকাত-হবে না প্রমাণস্বরূপ **২৯ টি দলীল**।
- ★ ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর জন্য কেরাত নামক লেখনির **জবাব** ও ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার দলীল আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জল, প্রমাণস্বরূপ **২১২টি দলীল**।
- ★ বিশ্বনবী (সঃ)-এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর **জবাব** ও সহীহ হাদীসের আলোকে **বিশ্বনবীর নামায (সঃ)**।
- ★ জুম'আর দিন মসজিদে আযান **দু'টি হবে না একটি ?** (ওসমানী আযান ও তার কারণসমূহ)
- ★ নামাযে শুধুমাত্র তাক্‌বীরে তাহরীমার সময় রফউল ইয়াদাইন করিতে হইবে-নামক দলীলের **জবাব** ও রফউল ইয়াদাইন রাসূল- (সঃ)-এর জীবন্ত সুন্নাত প্রমাণস্বরূপ **৮০টি দলীল**।
- ★ নামাযে হাত নাভির নীচে বাঁধতে হবে নাম দলীলের জবাব ও নামাযে হাত বুকের উপর বাঁধা সুন্নাত। **প্রমাণস্বরূপ ১৮টি দলীল**।
- ★ নামাযে 'আমীন' নীরবে বলতে হবে নামক দলীলের **জবাব** ও নামাযে 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে। **প্রমাণসরূপ ৩৯টি দলীল**।

ইনশাআল্লাহ প্রকাশের পথে

- ★ (আহ্‌লে হাদীস কর্তৃক) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উপর মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগের জবাব নামক লেখনির **সমুচিত জবাব**।
- ★ মুসাফাহ্ দুই হাতে না চার হাতে।
- ★ তৌহীদের মর্মকথা।
- ★ সহীহ হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ **কোরআন মাজীদের অনুবাদ**।

লেখকের পূর্ণ ঠিকানা

মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

গ্রাম ও পোষ্ট ঃ কালাবগী, থানা ঃ দাকোপ
জেলা ঃ খুলনা, মোবাইল ঃ ০১৭২০-৪৭৯৮৭৬, ০১৯৩৮-০২৩২০৬

https://www.facebook.com/178945132263517